বিশেষ ক্রোড়পত্র, ২০ ডিসেম্বর ২০১৪

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

০৬ পৌষ ১৪২১
২০ ডিসেম্বর ২০১৪

বাণী

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দেশের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ দু'শ বছরের অধিক সময়ের গৌরবময় ইতিহাসে সমৃদ্ধ এ বাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষায় প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' জাতীয় সংসদে পাশ এবং তা ২০ ডিসেম্বর ২০১০ থেকে কার্যকরের মধ্যদিয়ে এই বাহিনীর সদস্যদের কর্মস্পৃহায় সঞ্চারিত হয়েছে নতুন উদ্যম। বিজিবি'র সদস্যরা পেশাদারিত্ব ও কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে একটি গতিশীল ও যোগ্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার স্বীকৃতিস্বরূপ বিজিবি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'স্বাধীনতা পদক'-এ ভূষিত হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ মাতৃকার জন্য দায়িত্ব পালনকালে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফসহ বিজিবি'র যে সকল সদস্য আত্মত্যাগ করেছেন জাতি তাঁদের চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে বিজিবি'র সকল সদস্য সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০১৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজিবি'র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

দুইশত বছরের অধিক সময়ের সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী বিজিবি একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর সদস্যদের বীরোচিত ভূমিকা ও আত্মত্যাগ স্বাধীনতার ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। বিজিবির ইতিহাস তাই আত্ম-প্রত্যয়, ত্যাগ ও গৌরবের ইতিহাস। নিবেদিতপ্রাণ আধা-সামরিক বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর অকুতোভয় সদস্যগণ দেশের সীমান্ত রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। মাদক ও চোরাচালান রোধ, অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, জাতীয় বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় এ বাহিনীর দক্ষতা এবং পেশাদারিত্ব ঈর্ষণীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বিজিবি'র সার্বিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার আন্তরিকতার সাথে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন, বাহিনী পুনর্গঠন ও প্রশাসনিক সংস্কারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ বাহিনীর কর্মকাণ্ড আরও কার্যকর ও গতিশীল করতে চারটি অঞ্চলে কমান্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণসহ জনবল বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যাটালিয়ন ও বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান ও মানব পাচার রোধে টহল ও নজরদারি জোরদার করতে ইউনিট পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ ও সরঞ্জাম বৃদ্ধি, বিওপি পর্যায়ে মোটর সাইকেল প্রদান, সীমান্ত এলাকায় 'বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট' ও 'ওয়াচ টাওয়ার' নির্মাণ এবং সড়ক উন্নয়নের কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিজিবি সদস্যরা সীমান্ত এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সফলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে দেশে মাদক বিরোধী অভিযানে বিশেষতঃ ইয়াবা ও ফেনসিডিল পাচার রোধে এই বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আমি আশা করি, বিজিবি'র সদস্যগণ সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে এই বাহিনীর মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসহ সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্য প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আসাদুজ্জামান খাঁন (এমপি)

মহাপরিচালক
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

বাণী

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০১৪' উপলক্ষে এই বাহিনীর সকল অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবীর সৈনিক ও অসামরিক সদস্যবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সীমান্ত রক্ষাসহ বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' বীরত্ব ও দেশপ্রেমের গৌরবমন্ডিত একটি ঐতিহ্যবাহী আধাসামরিক বাহিনী। বিজিবি দিবসের শুভ লগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর (তৎকালীন ইপিআর) সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর সদস্যদের সাহসী ও অগ্রণী ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে দেশমাতৃকার প্রয়োজনে এ বাহিনীর যে সকল সদস্য আত্মোৎসর্গ করে গেছেন আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

২১৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ইতিহাসে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' পাশের মাধ্যমে এই বাহিনীর নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিজিবি'র নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়েছে। বাহিনী পুনর্গঠন, ৪টি রিজিয়নের আওতায় কমান্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণ, পদ/কাঠামো পুনর্বিন্যাস, নতুন র‍্যাংক ব্যাজ প্রবর্তন, জনবলের প্রাধিকার বৃদ্ধি, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণ, বিজিবি সদস্যদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি, সীমান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং যানবাহন সরবরাহসহ অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়েছে। বিজিবি সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিজিবির সুবেদার মেজর পর্যন্ত সকলের জন্য ৩০% সীমান্ত ভাতা চালু, রেশন সুবিধা বৃদ্ধি, আবাসন নির্মাণ, নতুন ৩টি বর্ডার গার্ড হাসপাতাল নির্মাণ, নতুন ৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস নির্মাণসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এসব উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ফলে বিজিবি সদস্যদের কর্মস্পৃহা ও সফলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি আইন-শৃংখলা রক্ষায় সহায়তা এবং সরকার অর্পিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে বিজিবি জনসাধারণের আস্থা অর্জন করেছে। বিগত জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিজিবি মোতায়েন করায় জনসাধারণ স্বস্তি বোধ করেছেন। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ সংখ্যালঘুদের ঘর-বাড়ি নির্মাণে বিজিবি'র দায়িত্ব পালন জাতির কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সরকার অর্পিত জনসেবামূলক এই মহান দায়িত্ব পালনের সুযোগ প্রাপ্তি এবং বিজিবি সদস্যরা তা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ায় বাহিনী প্রধান হিসেবে আমি গর্বিত।

পরিশেষে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সকল সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করছি। পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন।

আজিজ আহমেদ, বিজিবিএম, পিএসসি, জি
মেজর জেনারেল

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ঐতিহ্য উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ২১৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী আধা সামরিক বাহিনী। এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় অতীত ও সুসমৃদ্ধ ইতিহাস। রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন নামে ১৭৯৫ সালের ২৯ জুন এ বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানাবিধ পট পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে এ বাহিনী বিভিন্ন নামে পুনর্গঠিত হয়েছে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ১৮৬১ সালে 'ফ্রন্টিয়ার গার্ডস', ১৮৯১ সালে 'বেঙ্গল মিলিটারি পুলিশ', ১৯২০ সালে 'ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্স' এবং ১৯৪৭ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স' বা ইপিআর নামে এ বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। এ বাহিনীর সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়- আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ইপিআর এর বাঙালি সৈনিকদের সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকার পিলখানাস্থ ইপিআর সদর দপ্তর আক্রমণ করে। ইপিআরের বেতার কর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বাধীনতার ডাক ওয়ারলেস যোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে দিয়ে মুক্তিকামী জনতাকে উজ্জীবিত করে তোলেন। পাকিস্তানের দুঃশাসন থেকে এ দেশকে মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধুর আহবানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইপিআরের প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সৈনিক সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বাহিনীর শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত হন। এছাড়াও অপরিসীম বীরত্বের জন্য ইপিআরের ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম, ৭৭ জন বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করেন। দেশকে শত্রু মুক্ত করে কাংক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনতে এ বাহিনীর ৮১৭ জন বীর সৈনিক শাহাদাত বরণ করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ রাইফেল্স' এবং ২০১০ সালে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' নামে এ বাহিনীকে সর্বশেষ পুনর্গঠন করা হয়। 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' অনুযায়ী দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদকদ্রব্য পাচার সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, আইন শৃংক্ষখলা রক্ষায় প্রশাসনকে সহায়তাসহ অন্যান্য দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের লক্ষ্যে এ বাহিনীকে যুগোপযোগী করে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, সরাইল, যশোর ও রংপুরে ৪টি রিজিয়ন সদর দপ্তর এবং শ্রীমঙ্গল, গুইমারা, বান্দরবান ও ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন ৪টি সেক্টর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। নতুন অনুমোদিত ১৫টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ইতোমধ্যে ১০টি ব্যাটালিয়ন সৃজন করা হয়েছে। দেশের মোট ৪,৪২৭ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে প্রায় ৫৩৯ কি. মি. দুর্গম সীমান্তে বিজিবির ইউনিট না থাকায় ঐসব এলাকায় টহল পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। বিজিবি পুনর্গঠন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের ফলে ঐসব এলাকায় বিজিবি'র নতুন ইউনিট স্থাপন করে সীমান্ত সুরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিজিবির গোয়েন্দা সংস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো (বিএসবি) স্থাপন করা হয়েছে।

সীমান্তে বিজিবি'র অপারেশনাল কার্যক্রম ও টহল জোরদার করার লক্ষ্যে সীমান্তের বিওপিসমূহে ১ হাজার ৪ শতাধিক মোটরসাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় দ্রুততার সাথে বিজিবি সদস্যদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের সুবিধার্থে কোম্পানি পর্যায়ে ৩৬৫টি বিভিন্ন প্রকারের মোটরযান সরবরাহ করা হয়েছে। নদীসীমান্তে বিজিবির টহলে জন্য ১৯টি জলযান নির্মাণ করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকার নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বিজিবি'র প্রথম ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানী ও অপরাধীদের যাতায়াত রোধ করতে ১২৮টি বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি) নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরও ১২৪টি বিএসপি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সীমান্তে টহলে ব্যবহারের জন্য বায়নোকুলার ও নাইটভিশন যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যুৎবিহীন ১৬৫টি বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। আরো ১৬৮টি বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্থলসীমান্তে বিজিবি'র নজরদারি আরো কার্যকর ও টহল সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে প্রস্তাবিত ৯৩৫ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে ২৮৫ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

বিজিবি পুনর্গঠনের মাধ্যমে এর সাংগঠনিক কাঠামো যেমন শক্তিশালী হয়েছে তেমনি বাহিনীর জনবলের প্রাধিকারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ৫ বছরে মোট ১৮,৯৮৫ জনকে সিপাহী পদে এবং ১,৫৭৮ জনকে অসামরিক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু চলতি বছরেই ৩টি ব্যাচে সিপাহী (জিডি) পদে ৬ হাজার তিন শতাধিক লোক ভর্তি করা হয়েছে। বিজিবি'র প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করে সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার, প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ, চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয় এবং মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে এ বাহিনীর সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন পুনর্গঠিত করে আইসিটি ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হয়েছে। বিজিবি'র অপারেশনাল ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্তে যে-সকল ইউনিটের সাথে টেলিযোগাযোগ সুবিধা ছিল না সে-সব ইউনিটে ২৫২টি উচ্চ ক্ষমতার এন্টিনা স্থাপন এবং পার্বত্য এলাকার ইউনিটসমূহে রেডিও লিংক স্থাপন করে টেলিযোগাযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিজিবি সদর দপ্তরের সাথে রিজিয়ন সদর দপ্তরসমূহের ভিডিও কনফারেন্স ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বিজিবি'র হাসপাতালগুলোর মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের টেলিকনসাল্টেন্সি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিজিবিতে নিয়োগ প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিজিবি সদস্যদের চাকুরির তথ্য, পদোন্নতি, পেনশন ও অন্যান্য রেকর্ড কম্পিউটারাইজ্‌ড করার ফলে প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজিবি সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে বিগত ৫ বছরে সরকার অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করেছে। বিজিবি'র সর্বনিম্ন পদ থেকে সুবেদার মেজর পর্যন্ত সদস্যদের মূল বেতনের ৩০% সীমান্ত ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিজিবি সদস্যদের দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রমের বিষয়টি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিবেচনাপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্য বাৎসরিক ২ মাস অর্জিত ছুটি ভোগের অনুমোদন দিয়েছেন। বিজিবি সদস্যদের জন্য নতুন র‍্যাঙ্ক ব্যাজ প্রবর্তন করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের রেশন সুবিধা পূর্বের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেই সাথে মাথাপিছু মসলা ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্তে নিয়োজিত বিজিবি সদস্যদের সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ৪টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং ২৫০টি বিওপিতে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যে সব বিওপিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে সেখানে বিজিবি সদস্যদের খাবার সংরক্ষণের সুবিধার্থে ফ্রিজ সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যুৎবিহীন বিওপিগুলোতে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। সীমান্তে নিয়োজিত বিজিবি সদস্যদের চিত্তবিনোদনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি বিওপিতে রঙ্গীন টেলিভিশন সরবরাহ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য বিজিবি সদস্যদের দ্রুত পদোন্নতি প্রদানের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সদস্যদের চাকুরির রেকর্ড ও তথ্য কম্পিউটার ডাটা বেইজে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করার ফলে পদোন্নতি যোগ্যদের যথাসময়ে মূল্যায়ন ও পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে এ যাবত ১৬,৩৯১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। কেবল চলতি বছরেই ২,৩৬৭ জনকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান ছাড়াও ১৬ জনকে সুবেদার হতে সুবেদার মেজর (জিডি) পদে, ২০ জনকে সুবেদার মেজর হতে অনারারী সহকারী পরিচালক পদে এবং ৬ জনকে অনারারী সহকারী পরিচালক হতে অনারারী উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বিজিবি সদস্যদের পারিবারিক কল্যাণেও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পিলখানায় বিজিবি সদস্যদের আবাসন সুবিধার্থে একটি বহুতল আবাসিক বাসস্থান ইতোমধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও একটি বহুতল বাসস্থান নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া সকল ইউনিটে প্রয়োজন অনুযায়ী পারিবারিক বাসস্থান নতুনভাবে নির্মাণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বিজিবি সন্তানদের জন্য ঢাকার পিলখানাস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি ঢাকার বাইরে আরও ৮টি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজিবি সন্তানেরা শতভাগ ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। বিজিবি সন্তানদের ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সুবিধার্থে আধুনিক ছাত্রাবাস ও ছাত্রিনিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে ৩ শতাধিক ছেলে-মেয়ে স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার সুবিধা পাচ্ছে। বিজিবি সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিজিবি সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে ঢাকার বাহিরে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৪টি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় স্থাপিত হাসপাতালটি সেবা কার্যক্রম শুরু করেছে। অন্য ৩টি হাসপাতাল খাগড়াছড়ির জালিয়াপাড়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঠাকুরগাঁও এ নির্মাণ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে বিজিবি সদস্যদের পরিবারের পাশাপাশি পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শাশুড়ি বিজিবি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিজিবি হাসপাতালের বাইরেও স্বল্প খরচে ডায়াগনসিস এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। পিলখানাস্থ বিজিবি হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া বিজিবি হাসপাতালের রোগীদের ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থায় টেলিকনসাল্টেন্সি সেবা দিচ্ছেন। বিজিবি পুনর্গঠন, অবকাঠামো নির্মাণ, লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধি, নিয়োগ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপের ফলে বিজিবি সদস্যদের দক্ষতা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাহিনীর সফলতাও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে বিজিবি'র সফলতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জানুয়ারি-২০০৯ থেকে নভেম্বর-২০১৪ পর্যন্ত (৫ বছর ১১ মাসে) ৩,৩৮৩ কোটি টাকার অধিক চোরাচালান ও মাদক আটক করা সম্ভব হয়েছে। যা পূর্ববর্তী ৫ বছরে (২০০৪-২০০৮) আটককৃত ১,৩৬৫ কোটি টাকার চেয়ে ২,০১৮ কোটি টাকা বেশি। কেবল চলতি বছরের প্রথম ১১ মাসেই ৭৯০ কোটি ৩৭ লক্ষাধিক টাকার চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য আটক করা হয়েছে, যা অতীতের যে কোন বছরের চেয়ে সর্বোচ্চ সফলতা। সীমান্তে নারী-শিশু পাচার রোধেও বিজিবি'র ব্যাপক সফলতা রয়েছে। বিজিবি'র সার্বক্ষণিক তৎপরতায় সীমান্তে ক্যাটেল করিডোরের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনকে সহায়তা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা, দেশগঠনমূলক ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন দায়িত্ব, বিশেষ করে বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ সংখ্যালঘুদের বসতবাড়ী, দোকান এবং উপাসনালয় পুন:নির্মাণের দায়িত্ব পালনে এ বাহিনী অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে।

সীমান্তে চোরাচালান এবং যেকোন ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও নিবিড় করা হয়েছে। বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে যৌথ রিট্রিট সেরিমনি চালু হয়েছে। একইভাবে আখাউড়া, বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা আইসিপিতে পর্যায়ক্রমে এই রীতি অনুষ্ঠান চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক নিহতের ঘটনা পূর্বেও তুলনায় অনেক কমে এসেছে। কিন্তু সীমান্তে একটি নিহতের ঘটনাও বিজিবি'র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এধরনের ঘটনা পুরোপুরি বন্ধে বিজিবি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। একই সাথে সীমান্তবর্তী জনসাধারণ যেন অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম না করে সেজন্য সচেতনতা সৃষ্টির যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

সর্বোপরি, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক উন্নয়ন এবং এর সদস্যদের কল্যাণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাহিনীর সদস্যদের কর্মস্পৃহা ও মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি বাহিনীর দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশবাসীর আস্থা ও ভালবাসায় সিক্ত আত্মপ্রত্যয়ী বিজিবি সদস্যরা দেশমাতৃকার সেবায় সর্বদাই নিবেদিত প্রাণ থাকবে, বিজিবি দিবসের এটাই অঙ্গীকার।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ পৌষ ১৪২১
২০ ডিসেম্বর ২০১৪

বাণী

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ২১৯ বছরের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এই বাহিনীর দু'জন সদস্য বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ১১৯ জন সদস্য পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য খেতাব। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য উৎসর্গ করেছেন তাঁদের জীবন। সমগ্র দেশবাসীর সাথে আমি তাঁদের এ আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বিজিবি সদস্যগণ দেশের সীমান্ত রক্ষা এবং বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তাসহ দেশগঠনমূলক কাজে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'কে একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' প্রণয়ন করেছে। বিজিবি'র নতুন সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল অনুমোদন এবং পদবী কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বাহিনীর কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য চারটি রিজিয়নের আওতায় কমান্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। নতুন চারটি সেক্টর ও ১৫টি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাহিনীর নিজস্ব র‍্যাঙ্ক-ব্যাজ প্রবর্তন করে বিজিবি'র স্বকীয়তা, সৌকর্য ও আস্থাকে সমুন্নত করা হয়েছে। সীমান্তে বিজিবি'র অপারেশনাল কার্যক্রম আরও জোরদার করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ বাহিনীর সর্বনিম্ন পদ থেকে সুবেদার মেজর পর্যন্ত সদস্যদের ৩০% সীমান্ত ভাতা, রেশন বৃদ্ধি, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি এবং আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য সদস্যদের পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি, এ বাহিনীর সদস্যগণ সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সাথে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখবেন। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে পবিত্র আমানত মনে করবেন এবং দেশ ও জাতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করবেন।

আমি 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০১৪' এর সার্বিক সফলতা এবং এই বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০১৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি এর সকল সদস্যকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ত্যাগের মন্ত্রে দৃপ্ত একটি সুশৃঙ্খল আধা-সামরিক বাহিনী। নানা রকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বাহিনীর সদস্যরা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। শুধু সীমান্ত প্রহরা নয়, চোরাচালান রোধ, অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলাসহ দেশের যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এ বাহিনীর সদস্যগণ যে সততা ও কর্তব্য নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রহরে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ও চরম আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। বিজিবিকে নবরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা ও গৃহীত প্রকল্পগুলো বাস্তাবায়িত হলে এই বাহিনীর পেশাদারিত্ব, কর্মদক্ষতা ও সুনাম আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি, বিজিবি'র নিবেদিতপ্রাণ সদস্যরা অতীত ঐতিহ্য ও সুনাম ধরে রেখে দেশপ্রেম, সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠায় অবিচল থেকে আগামীতেও তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব

EXIM BANK Shariah Based Islami Bank EXPORT IMPORT BANK OF BANGLADESH LIMITED
Trust Bank A Bank for Financial Inclusion
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড দেশ ও জাতির সেবায় প্রতি শ্রুতিবদ্ধ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
বসুন্ধরা গ্রুপ দেশ ও মানুষের কল্যাণে
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED
আশিয়ান গ্রুপ www.ashiyangroup.com মানবকণ্ঠ
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ